বাংলা মঙ্গলকাব্যে বৌদ্ধ ও জৈন দেবভাবনা: পৌরাণিক ও লোকায়ত উপাদান সন্ধান ও বিশ্লেষণ

মঙ্গলকাব্যের প্রাথমিক ইতিহাস পাঁচশো বছরের পুরনো। বাংলাদেশে তুর্কী আক্রমণের পরে সর্বধর্মের পৌরাণিক ও লৌকিক দেবতাদের মিশ্রণের ফলে যে সকল মিশ্রসত্ত্ব দেবতাদের উদ্ভব হয়েছিল তাঁদের ঘিরে লিখিত সাহিত্যের নাম হল মঙ্গলকাব্য। এই ধারার কাব্যে প্রাপ্ত ধর্মীয় ভাবনাগুলি প্রাচীন ভারতীয় অন্যান্য সকল পুরাতন ধর্মীয় ভাবনাগুলির মিশ্রণে গড়ে উঠেছিল। মঙ্গলকাব্যের ধারার মধ্যে জৈনধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, ব্রাহ্মণ্যধর্ম, প্রভৃতি পৌরাণিক ও লৌকিক ধর্মীয় ভাবনাগুলি এসে মিলিত হয়েছে। হরপ্পা সভ্যতা থেকে আনুমানিক (খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০-৪৭৭) এই সময়কালের মধ্যে জৈনধর্মের মোট চব্বিশ জন তীর্থঙ্করের আগমনের কথা জানা যায়। যারা সকল জীবের জন্য শান্তি ও অহিংসার কথা প্রচার করেছেন। জৈনধর্মের শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীরের নির্বাণ লাভের পর জৈনধর্মের মধ্যে দুটি প্রধান দল তৈরি হয়। জৈনধর্ম মহিমার সঙ্গে সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে বিস্তৃত হতে থাকে। ভিন্ন ধর্মাবলম্বী রাজাদের আগমনে ধীরে ধীরে প্রাচীন ভারতের এই ধর্মমতের ঔজ্জ্বলতা ম্লান হয়ে যায়। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনে জৈনধর্মের পতন সুনিশ্চিত হয়। এই ধর্মের পরে ভারতবর্ষের গৌরবোজ্জ্বলিত বৌদ্ধধর্মের আগমন ঘটে। এই ধর্মের মূলেও ছিল ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা। জাত্যভিমানী প্রতিক্রিয়াশীল ব্রাহ্মণ্যধর্মের কঠোর বেড়াজাল থেকে মুক্তি লাভ। মূলত বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের আগমন ঘটেছিল ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরোধিতা স্বরূপ। উদারপন্থী বৌদ্ধ পাল সাম্রাজ্যের পতন, ব্রাহ্মণ্যবাদী সেন সাম্রাজ্যের উত্থান ও তুর্কী আক্রমণের ফলে বৌদ্ধধর্মের চরম বিপর্যয় ঘটে। তুর্কী আক্রমণের ফলে বাংলার আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-ধর্মীয় পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন ঘটে। উচ্চবর্ণের লোকেরা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য নিম্নবর্ণের সঙ্গে মেলবন্ধনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। যার ফলস্বরূপ নিম্নবর্ণের দেবতাদের মধ্যে উচ্চবর্ণের দেবতাদের বৈশিষ্ট্য আরোপিত হয়েছে। একইভাবে জৈনধর্মের দেবতা ও তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের দেবতারা অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পেতে লৌকিক জনজীবনের সংস্কার, বিশ্বাস, পূজার্চনার মধ্যে নিজেদের প্রতিস্থাপন করেছে। জৈনদর্শন ও বৌদ্ধদর্শন যেগুলির সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের লৌকিকদর্শনেরও আদান-প্রদান ঘটেছে। যেগুলি সন্ধান করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

রাজা অশোকের সময়ে মগধ সাম্রাজ্যে বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক উত্থান ঘটেছিল। দেশীয় অধিকাংশ মানুষ তখন বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত ছিল। সেই সময়ের সমাজ ব্রাহ্মণ্যদের আধিপত্যের কথা তেমন ভাবে কল্পনা করতেও পারত না। এই হীনবল ব্রাহ্মণ্যরাই ধীরে ধীরে পুনরায় সমগ্র ভারতবর্ষে একাধিপত্য গ্রহণ করতে শুরু করে। এই

ব্রাহ্মণ্যেরা তাঁদের দীর্ঘকালের অর্জিত স্বশ্রেণীহিতৈষিতা শক্তির দ্বারা এই বৃহৎকার বৌদ্ধ ও জৈনদের পদানত করে দ্বিতীয়বার সমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জন করে। ব্রাহ্মণ্যেরা বৌদ্ধ-জৈন সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণভাবে সমাজের মূল থেকে তুলে ফেলতে পারেনি। সমাজের অন্তঃস্থলে রয়ে গিয়েছিল ক্ষয়ে যাওয়া বৌদ্ধ ও জৈনদের পথচলার ছাপ। ধর্মীয় পালাবদল ঘটলেও ব্রাহ্মণ্যবাদীদের সামাজিক ভাবনায়, সাহিত্যিক ধারণায় ও দৈবী পরিকল্পনার মধ্যে এই দুই ধর্মের প্রভাব আজও বেঁচে রয়েছে। এই বিষয়কে মাথায় রেখে মঙ্গলকাব্যের দেবতাদের পূর্বরূপ ও বর্তমানরূপের পর্যালোচনার বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যেখানে ধরা পরে বৌদ্ধ-জৈন দেবদেবী ও মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীদের মধ্যে প্রাথমিক স্তরে নামের স্বতন্ত্রতা থাকলেও; তাঁদের আকৃতি বাহন, বৈশিষ্ট্য ও পূজাপাঠের মন্ত্র ইত্যাদির মধ্যে প্রচুর সাদৃশ্য রয়েছে। যেমন – বৌদ্ধদেবী *জাঙ্গুলী* পঞ্চধ্যানী বুদ্ধের অক্ষোভ্যকুলের দেবী। তাঁর গঠন সম্পর্কে জানা যায় – গায়ের রঙ পীত, চতুর্ভুজা, শ্বেতসর্পের অলংকারে ঢাকা। প্রধান দুহাতে বীণা, বাকী দুহাতে শুক্লসর্প রয়েছে। *সাধন-মালা* গ্রন্থ থেকে আরও জানা যায়, এই দেবী সর্পবিষ নাশে দক্ষ ছিলেন। পরবর্তী মঙ্গলকাব্য রচয়িতাদের মধ্যেও সরাসরি এই প্রভাব পড়েছে। বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের কাব্যে মনসার অন্য একটি নাম *জাগুলি*। মঙ্গলকাব্যের দেবী মনসাকে সাপের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে কল্পনা করা হয়েছে। যার স্মরণে মানবজাতি সাপের বিষের প্রকোপ থেকে মুক্তি পায়। জৈনদের দেবী পদ্মাবতীর সঙ্গেও সর্পের যোগ লক্ষ করা যায়। বৌদ্ধ দেবতা *নীলকণ্ঠ* যার মূর্তিতে একমুখ, দ্বিভুজ, নিরালংকার, ধ্যানাসনে কোলের ওপর একটি হাত অন্যটির ওপর সমাধিস্থ। হাতে রত্ন পরিপূর্ণ একটি কপোল, দুটি ফণাধারী সাপ রয়েছে দুপাশে, কণ্ঠে নীল বর্ণ, বিষগুটিকাও রয়েছে। জৈনদের প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভনাথের সঙ্গে ষাঁড়ের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। শিবকে ঘিরে মঙ্গলকাব্যের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ওই সকল বর্ণনার ছবি পাওয়া যায়। একইভাবে মঙ্গলকাব্যের অন্যান্য দেবদেবীর মধ্যে বৌদ্ধ ও জৈন উপাদানগুলির উপস্থিতির কথা বর্ণনা করা হয়েছে এখানে।

লিপিকা বিশ্বাস

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, তুলনামূলক সাহিত্যবিভাগ

রেজিস্ট্রেশন নাম্বার – AOOCL1200818

মোবাইল নাম্বার – ৯০৫১৯৮৫৬৯৩

ইমেল আইডি – lipikasb@gmail.com